দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 DEC 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

010

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

গবেষণা বৃত্তি প্রসঙ্গে—

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা বৃত্তি ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করিয়া থাকে। এ বৃত্তি শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কলেজ শিক্ষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহার বাহিরে (প্রথম শ্রেণীধারী এম ফিলের ছাত্র বাদে) অন্য সকলের জন্য পিএইচ ডি ডিগ্রীপ্রাপ্তি এবং এই বৃত্তি লাভের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ। ফলে, যাঁহারা সরকারী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নহেন, তাঁহাদের গবেষণা করার অধিকার যেমন অস্বীকৃত হইতেছে, তেমনি তাহাদের স্বচেষ্টায় সাধিত গবেষণাও সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ সংস্থার স্বীকৃতি হইতে বঞ্চিত থাকিতেছে। এই অবস্থা আমাদের দেশ ছাড়া অন্য কোথাও আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক প্রতিভাবান, মেধাবী, উৎসাহী ও পরিশ্রমী ব্যক্তি আছেন (যাঁহাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কুশলতা অন্যদের তুলনায় কম নয়), প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে ও স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা না থাকায় তাহারা মূল্যবান গবেষণা সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না। ফলে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে শুরু করিয়া গবেষণার বহুক্ষেত্রে বিরাট অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইতেছে।

বাংলা লোক সাহিত্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডক্টরেট—দীনেশ চন্দ্র সেন ছিলেন অতি সাধারণ একজন গ্র্যাজুয়েট। দৈনিক ইত্তেফাকের সাম্প্রতিক এক খবরে জানা যায়, প্রতিবেশী দেশ ভারতে জনৈক সাংবাদিক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। এ খবর ভারতবাসীর জন্য গর্বের হইলেও আমাদের দেশের ডক্টরেট ডিগ্রীধারীরা ইহাকে সুনজরে দেখিবেন বলিয়া মনে হয় না। ডক্টরেট ডিগ্রী বা গবেষণা বৃত্তি শুধু একটা মাত্র পেশাজীবী শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া গবেষণার মূল উদ্দেশ্য যেমন সঙ্কুচিত হইতেছে, তেমনি ইহার দরুন দেশের গবেষণা ক্ষেত্রও গতানুগতিক এবং ইহার পরিসরও অতি সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। গবেষণার ক্ষেত্রে এধরনের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা চলিতে থাকিলে আমাদের হাজারো গবেষণার বিষয়বস্তু শত প্রজন্মেও আলোর মুখ দেখিবে না।

এ অবস্থায় সরকার, শিক্ষা-মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিকট আবেদন, গবেষণাবৃত্তি যাহাতে একটা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে এবং ইহা যাহাতে যেকোন উৎসাহী অভিজ্ঞ, দক্ষ ও পারঙ্গম গবেষকের নাগালের মধ্যে পৌঁছিতে পারে সে ব্যাপারে কালবিলম্ব না করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

—শেখ মোঃ মাহবুবুল আলম, ৩/৭, ব্লক-এ, রোড নং-১, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

শিক্ষার ব্যয় ও অভিভাবকদের দুরবস্থা

সম্প্রতি আপনাদের পত্রিকায় 'ঘরে-বাইরে' কলামে শিক্ষা ব্যয় ও অভিভাবকদের দুরবস্থা সম্পর্কে একটি বাস্তব ও মনোজ্ঞ উপ-সম্পাদকীয় লেখা হইয়াছে। আসলেই শিক্ষা ব্যয় এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, সাধারণ ও নিদিষ্ট আয়ের মানুষের পক্ষে বহন করা প্রায় দুঃসাধ্য। কোন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এস-এস-সি পরীক্ষার্থীদের কোচিং ফী ১২০০ টাকা দাবী করা হইতেছে। এত মোটা অঙ্কের টাকা অনেকের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আমার প্রস্তাব, বিষয়টি বাধ্যতামূলক না করিয়া ইচ্ছামূলক করা যায় কিনা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি শুধু ছাত্র বেতন ও ফী নয়, শিক্ষার প্রতিটি উপকরণ সহজলভ্য রাখার সুপারিশ করিতেছি। এবং বলা বাহুল্য, তা শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে।

—বদরুন্নাহার বেগম, গুলশান, ঢাকা।

(২)

এবারে দেশের কোন কোন স্থানে পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করার সময় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ৩/৪ গুণ বেশী টাকা আদায় করার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৮৬ সালে নেওয়া হইয়াছে ৪৫০ টাকা ১৯৮৭ সনে ৭৫০ টাকা আর এই বৎসর ১৬৮১ টাকা। বলা হইয়াছে, বোর্ডের ফী ২৪১ টাকা, জানুয়ারী-জুন '৮৯-র বেতন ৪৮০ টাকা, ১৯৮৯ সনের সেশন চার্জ ২৫০ টাকা, লাইব্রেরী চার্জ ৫০ টাকা, ছাত্র/ছাত্রীদের বিদায় উপলক্ষে পার্টি দেওয়ার জন্য ২০ টাকা, প্রস্তুতি মূল্যায়ন ফী ৪০ টাকা এবং কোচিং ফী ৬০০ টাকা মোট ১৬৮১ টাকা। প্রশ্ন হইল এই সব টাকা আদায়ের ব্যাপারে কি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমোদন আছে? আর ১৯৮৯ সনের সেশন চার্জ, লাইব্রেরী চার্জ কি এখনই নেওয়া হইবে? তবে কি একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় এই চার্জগুলি আবার দিতে হইবে না? বলা বাহুল্য, এই সব নিয়মকানুন আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা ইহার প্রতিকার চাই।

—আখতারুজ্জামান, ৭/২, গণকটুলি লেইন, ঢাকা।